ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রাঁচিতে সর্বভারতীয় সম্মেলন

ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার আদিবাসীদের সম্পত্তি হরণ করার চক্রান্ত করছে। যে আইনি রক্ষা-কবচের জোরে আদিবাসীরা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের ও জমি হাঙরদের আগ্রাসন থেকে এতদিন তাঁদের সম্পত্তি রক্ষা করে আসছিলেন, সেই আইন বাতিল করে ছোটনাগপুর টেন্যান্সি অ্যাক্ট এবং সাঁওতাল পরগণা টেন্যান্সি অ্যাক্ট সংশোধনী বিল ২০১৬ নামে দু'টি সংশোধনী বিধানসভায় পাশ করিয়েছে তারা। এই বিল আইনে পরিণত হলে আদিবাসীদের জমি সহজেই দখল নিতে পারবে জমি-হাঙররা। অবিলম্বে এই বিল দু'টি বাতিলের দাবিতে ২৯-৩০ জুন রাঁচিতে ভূমি অধিকার আন্দোলনের উদ্যোগে সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যের ৩০টি গণসংগঠনের ৩৪০ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। সম্মেলনে প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতিমণ্ডলীতে অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান এবং দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিমণ্ডলীতে এআইকেকেএমএসের ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড বিমল দাস ছিলেন। এআইকেকে এমএসের কমরেডস সীতারাম টুডু, বিমল দাস, দীপক কুমার সহ ২৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

বক্তব্য রাখেন এআইকেকেএমএসের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান, এ আই কে এসের সাধারণ সম্পাদক কমরেড হান্নান মোল্লা, কে কে এসের পক্ষে ডঃ সুনীলম (মধ্যপ্রদেশ), ফরেস্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষে রমা মল্লিক, গোড্ডা (ঝাড়খণ্ড) আদানি থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্টের উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা চিন্তামণি এবং ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশন (পঃ বঃ)-এর কার্যকরী সভাপতি বিসম্বর মুড়া প্রমুখ। ৩০ জুন 'হুল দিবসে' প্রকাশ্য সভায় কমরেড সত্যবান বলেন, সকল আন্দোলনেরই সংস্কৃতি থাকে। ভূমি অধিকার আন্দোলনেরও একটি সংস্কৃতি আছে, যা হল— মন প্রাণ দিয়ে এই সংগঠন কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য লড়াই করছে। কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে এই সংগঠন এক আস্থার জায়গা অর্জন করেছে। এই সংগঠনের নেতাদেরও আন্দোলনের সৈনিকদের ও জনসাধারণের মধ্যে আস্থার জায়গায় অধিষ্ঠিত হতে হবে। সম্মেলনে জনবিরোধী সিএনটি অ্যাক্ট এবং এসপিটি অ্যাক্ট সংশোধনী বিল ২০১৬ প্রত্যাহারের দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং দেশব্যাপী জনমত গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। ১১-১৭ জুলাই ঝাড়খণ্ড বিধানসভা অধিবেশনের সময় রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ১২ জুলাই বিধানসভা অভিযানের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

হলদিবাড়ীতে থানা ও বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে চারশোর বেশি মানুষ ৬ জুলাই কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের দাবি—১০০ দিনের কাজে দলবাজি ও দুর্নীতি বন্ধ করা, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করা, সমস্ত মদের ঠেক ভাঙা প্রভৃতি। কমরেডস মানিক বর্মণ, বিশ্বজিৎ রায়, নিরঞ্জন সরকার, কল্পনা সরকার, আনারুল হকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল দাবিপত্র পেশ করে।

এরপর হলদিবাড়ী ব্লকের অলিতে গলিতে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য মদের ঠেকগুলি অবিলম্বে ভেঙে দেওয়ার দাবিতে থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন কমরেডস প্রমীলা রায়, বিশ্বজিৎ রায়, কল্পনা সরকার, মিনু রায়, হীরা রায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের বিক্ষোভ বাঁকুড়ায়

স্থায়ীকরণ সহ ৫ দফা দাবিতে ৪ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ইউনিট মেডিকেল সুপার কাম ভাইস প্রিন্সিপালের নিকট ডেপুটেশন দেয় ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯৯৫ সাল থেকে ৮০ জন কর্মচারী এই হাসপাতালে অস্থায়ীভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

মাইনে পান মাসে ৬-৭ হাজার টাকা। কয়েকজন এর মধ্যে প্রয়াত হয়েছেন। তাদের স্থায়ীকরণের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গত ডিসেম্বর ২০১৬-তে উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানান। কিন্তু তারপর কোনও পক্ষ থেকেই আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এদিনে ডেপুটেশনে প্রায় ৭০ জন কর্মচারী যোগ দেন। দাবিগুলি ছিল ১) অবিলম্বে সকল অস্থায়ী কর্মচারীকে স্থায়ীকরণ করতে হবে, ২) অস্থায়ী কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে, ৩) সকল অস্থায়ী কর্মচারীকে পরিচয়পত্র দিতে হবে, ৪) মাসের প্রথম সপ্তাহে মাইনে দিতে হবে, ৫) সরকার নির্ধারিত মজুরি দিতে হবে।

সুপার ও ডেপুটি সুপার সহ চারজন আধিকারিক ডেপুটেশন গ্রহণ করেন। তাঁরা বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনে কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে অংশ নেন জয়দেব রায়, সন্ধ্যা বরাট, প্রশান্ত দত্ত, শ্যামসুন্দর গরাই, জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ ও জেলা সভাপতি অনুপকুমার বিশ্বাস।

কোলাঘাটে বাঁধের রাস্তা সংস্কারের দাবি

৬ নম্বর জাতীয় সড়কের বরদাবাড় বাসস্টপ থেকে পরমানন্দপুরের যোগীদহ পর্যন্ত প্রায় ৬ কিমি দীর্ঘ টোপা ড্রেনেজ খাল বাঁধের রাস্তাটি জাতীয় সড়কের সাথে ঘাটাল- পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে। বেহাল রাস্তাটি পূর্ণ সংস্কার করে যাতায়াতের উপযোগী করা সহ উভয় দিকের রাস্তা ঢালাই করার দাবিতে গত মে মাসে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে বিডিও এবং মহকুমা সেচ আধিকারিককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। তার ভিত্তিতে ওই আধিকারিক দলের কোলাঘাট ব্লক সম্পাদক কমরেড নারায়ণচন্দ্র নায়ককে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রতি রাস্তাটি পরিদর্শন করেন। সেচ দপ্তরের এস ডি ও জানিয়েছেন, উত্তর দিকের বাঁধের বরদাবাড় থেকে ২.৩ কিমি অংশ ঢালাই করা হবে। তার উত্তরে দলের পক্ষ থেকে প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, উত্তর দিকের সম্পূর্ণ অংশ এবং দক্ষিণের অন্তত চাপদা পর্যন্ত ঢালাই করতে হবে। না হলে বাসিন্দাদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হবে।

শিক্ষার দাবিতে পুরুলিয়ায় ছাত্র বিক্ষোভ

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা সকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তি সুনিশ্চিত করা, বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে ৪ জুলাই অল ইন্ডিয়া ডি এস ও পুরুলিয়া জেলা কমিটির ডাকে ডি এম দপ্তর অভিযান হয়। স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে পুরুলিয়া শহর পরিক্রমা করে ডি এম দপ্তরের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। এডিএম-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তিনি দাবিগুলির যথার্থতা স্বীকার করে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। ওই দিনই কলেজের দাবিগুলি নিয়ে সিধু-কানহু-বিরষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে তিনি নিতে অস্বীকার করেন। প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ আক্রমণ করে। দু'টি কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড বিকাশরঞ্জন কুমার ও জেলা সভাপতি কমরেড স্বদেশপ্রিয় মাহাত সহ জেলা নেতৃবৃন্দ।

জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে
মোদির গুজরাতেও বস্ত্রব্যবসায়ীদের ধর্মঘট চলছে

প্রায় একমাস ধরে গুজরাতের নানা স্থানে চলছে বস্ত্রব্যবসায়ীদের ধর্মঘট। বিজেপি সরকারের জনবিরোধী জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে সর্বত্র মিছিল, মিটিং, বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা, প্রধানমন্ত্রী-অর্থমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়াচ্ছেন। তা সত্ত্বেও ট্যাক্স প্রত্যাহার না হওয়ায় তাঁরা লাগাতার ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হয়েছেন। খোদ

প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যে এই ধর্মঘটে সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি— তাহলে কি ব্যবসায়ীদের সমর্থনও গেল?

'ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা মারা পড়বে। নোট বাতিলের ধাক্কা কোনওরকমে সামলে না উঠতে উঠতেই জিএসটি-র বোঝা তাঁদের কাঁধে চাপল। বেশিরভাগ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ততটা শিক্ষিত নন কিংবা কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। যে সমস্ত ব্যবসায়ীর লেনদেন লাখে কিংবা কোটিতে নয় এবং যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, তাদের চেইন বিজনেস মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। হিসাবরক্ষক রেখে ব্যবসা করলে খরচ লাখের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, যা ব্যয় করা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে অসম্ভব'— সুরাটের এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর গলায় ক্ষোভ।

শুধু সুরাটেই পান্ডেসেরা, সচিন এবং পালসানা এলাকার বস্ত্র কারখানাগুলিতে দিনে ৪ কোটি মিটার কাপড় তৈরি হয়। ১৫০ কোটি টাকার লেনদেন হয় প্রতি দিনে। আগে পোশাকে আলাদা কোনও ট্যাক্স ছিল না। এখন, পোশাকের উপর আলাদাভাবে জিএসটি বসেছে ১২-১৮ শতাংশ হারে। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, জিএসটি চাপানোর ফলে পোশাকের দাম বাড়বে কমপক্ষে ২২-২৫ শতাংশ। ফলে বিক্ষোভ- ধর্মঘটে হাজার হাজার কোটি টাকার লোকসান হবে জেনেও তাঁরা আর কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। ধর্মঘট চলছে আমেদাবাদেও। খোদ গুজরাতে বিজেপি বিরোধী এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন দলমত নির্বিশেষে সমস্ত বস্ত্র ব্যবসায়ী।

জিএসটি সংঘর্ষ সমিতি গড়ে তুলে সুরাটেই ৭৫ হাজার বস্ত্রব্যবসায়ী এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। বস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ১৫ লক্ষ শ্রমিকের রুটি-রুজি বন্ধ। জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অনড়। গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্সের (জিএসটি) ঘোষণার সাথে সাথেই ব্যবসায়ীরা বিপদের আশঙ্কা করে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির কাছে তা প্রত্যাহারের দাবি জানান। পরে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এবং অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির সাথে দেখা করে ট্যাক্স প্রত্যাহারের দাবি জানান। অর্থমন্ত্রী 'দেখছি দেখব' করে টালবাহানা করতে থাকায় বস্ত্রব্যবসায়ীরা ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হন। সরকার দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেছেন তাঁরা।

অপহরণের প্রতিবাদে রাজস্থানে মহিলা বিক্ষোভ

২৩ মে রাজস্থানের লুনিয়াবাস এলাকার দরিদ্র পরিবারের একটি মেয়ে অপহৃত হয়। তাকে উদ্ধার করা এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে পুলিশ-প্রশাসনের দীর্ঘ টালবাহানার প্রতিবাদে ৯ জুলাই এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে জয়পুর থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, অবিলম্বে দাবি মানা না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন।

রায়গঞ্জের ঘটনার প্রতিকারের দাবি এস ইউ সি আই (সি)-র

৯ জুলাই রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি বাসস্ট্যান্ডে দুই নাবালিকা সহ চারজন আদিবাসী মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার হয়। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে ১৪ জুলাই শহরে আদিবাসী মানুষের বিক্ষোভে দোকানপাট ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এই পরিস্থিতিতে ১৫ জুলাই এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে— আদিবাসী মহিলাদের উপর অত্যাচারকারী দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, রায়গঞ্জ শহরে হোটেলে বা বাড়িতে চলা মধুচক্র বন্ধ করতে হবে, অবৈধ মদের দোকান বন্ধ করতে হবে এবং নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে পুলিশ-প্রশাসনকে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে। স্মারকলিপি প্রদানে উপস্থিত ছিলেন দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশী সহ কমরেডস সনাতন দত্ত, জ্যোতির্ময় বর্মন, শ্যামল দত্ত, গোপাল ঘোষ, রুবিনা খাতুন প্রমুখ।